Sangbad Pratidin 19.07.2021 Page: 4

# একাত্তরে গৌতম

একাত্তর পেরিয়ে বাহাত্তরে পা দেবেন গৌতম ঘোষ, ২৪ জুলাই। সেই দিন 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' এবং 'হিন্দমোটর ফোকাস'-এর পক্ষ থেকে 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২১' তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে, 'একুশে একাত্তর' শীর্ষক অনুষ্ঠানে। প্রকাশিত হবে প্রথম

বাংলা কাহিনিচিত্র 'দখল'-এর পোস্টারের প্রতিলিপি। প্রকাশ করবেন নীলাঞ্জনা ঘোষ। 'নিউ আর্থ' বা 'হাংরি অটম'-এর মতো তথ্যচিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্রামোদীদের নজর কেড়েছিলেন তিনি। প্রথম ছবি তেলুগু ভাষায়। 'মা ভূম' রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েছিল, একই সঙ্গে তা আদায় করে নিয়েছিল সমালোচকদের প্রশংসা। এরপর বাংলায় 'দখল' এবং তারপর কালজয়ী হয়ে থাকা 'পার'। যাঁর মৃত্যুদিনে তাঁর জন্মদিন, সেই উত্তমকুমারের মৃত্যুর জন্যই গৌতমের প্রথম সম্ভাব্য ছবি 'শ্রীমতী কাফে' হয়ে ওঠেনি। সেই আক্ষেপ থেকে যাবে দর্শকের। 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' আগামী এক বছর গৌতমের যাবতীয় কাজের ডিজিটাল সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

*মা ভূমি

এইসময়

কলকাতা ডেইলি

৩ জুলাই শনিবার ২০২১

# কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ

'যেন বলতে পারি এই খিদেটা জিন্দাবাদ'- ভেতরের এই খিদেটুকু নিয়েই আজীবন সুন্দরের সাধনা করে গেছেন বাংলা সিনেমার সাতের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১৯৪৪-২০২১)। ভারতীয় চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় নবতরঙ্গের সার্থক উত্তরসূরী। চলচ্চিত্রকার এবং কবি- এই দুই অভিধাতেই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে মানুষের সহজাত জীবনকে জুড়েছেন সিনেমার সঙ্গে। ২০১৯-এ তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি, তথ্যচিত্র, সব ছবির পোস্টার-ফোল্ডার, কাহিনিচিত্রের ডিজিটাল কপি, শুটিং স্টিল, হাতে লেখা খাতা, কবিতার পাণ্ডুলিপি, আঁকা ছবি এবং উড়োজাহাজ ছবির ক্ল্যাপস্টিক – এ সবই সংরক্ষণের জন্য দান করেছেন জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভে। ওই বছরেই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা-২০১৯'। এখানে এখন সংরক্ষিত রয়েছে পরিচালকের আড়াই ঘণ্টার সাক্ষাৎকার, কবিতাপাঠ। জীবনস্মৃতি'র উদ্যোগে এবারে তাঁর জীবন ও সৃজন নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের সূচনা। প্রথমপর্বের শ্রদ্ধার্ঘ্য 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত: কবি ও চলচ্চিত্রপ্রণেতা', অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও রূপায়ণে অরিন্দম সাহা সরদার। এই পর্বে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে নিয়ে বলবেন মমতাশঙ্কর, হিরণ মিত্র, সানি জোসেফ এবং সম্রাট মুখোপাধ্যায়। জীবনস্মৃতি'র ইউটিউব চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে আগামিকাল।

বঙ্গদর্পণ

# দান, অনুদান, ত্রাণ, পরিত্রাণ– ভাষা বদলায়, ভাসা থামে না

৪ দৈনিক স্টেটসম্যান সোমবার ২১ জুন ২০২১ • কলকাতা

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান

৬ আষাঢ় ১৪২৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩৫১

'মোরা বন্যার জলে ভাসি গো জননী / দু'মুঠো কিছু দাও মাগো আনি'। একটা সময় ছিল যখন ফি বছর বর্ষায় কিছু বিপন্ন মানুষ এই সুরে গৃহস্থের দুয়ারে এসে দাঁড়াতেন। মেঠো সুরে, গ্রামীণ উচ্চারণে, খঞ্জনি হাতে দুয়োরের সামনে এসে দাঁড়াতেন দুর্গত পরিবারের পুরুষটি। সঙ্গে হয়তো মলিন কাপড় পরা স্ত্রী, মাথায় ছোট-বড় দু-তিনটে সন্তান। তাদের হাতে ব্যালেন্স করে ধরা ময়লা গামছার খুঁট। তাতে পড়েছে চাল, ডাল, খুচরো পয়সা। সেই ডাক শুনে গৃহস্থের বাড়ির সদর দরজা যেত খুলে। গৃহকর্ত্রী বাড়ির ছোটদের হাত দিয়েই সেই গামছায় কিছু মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াতেন। খঞ্জনি থামিয়ে পুরুষটি মাথায় হাত তুলে বলতেন, গৃহস্থের জয় হোক। গৃহকর্ত্রীর মুখে তৃপ্তির হাসি। কচি মুখগুলোতে খেলে যেত খুশির ঝিলিক। এই চিত্রপট দেখে মনে পড়ে যেত ওয়ার্ডওয়ার্থের সেই কবিতার লাইনক'টা।

The quality of mercy is not strain'd... it is twice blest ... It blesseth him that gives, and him that takes... ঝড়, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষগুলোর সঙ্গে গৃহস্থের দাতা আর গ্রহীতার দ্বৈত সম্পর্কের মধ্যে তখন একটা মানবিক বন্ধন ছিল। যে দান দিত আর যে গ্রহণ করত — উভয়পক্ষই আশীর্বাদে ধন্য হতেন।

এরপর একটা সময় এই 'দান' শব্দটা রাজনৈতিক নেতাদের ছোঁয়াতে বদলে গিয়ে হয়ে উঠল 'ত্রাণ'। কাগজে মোড়া, মাঝখানে ফুটো করা টিনের কৌটোর মধ্যে আঁকা হতে লাগল রাজনৈতিক প্রতীক চিহ্ন কিংবা রং। মানুষের সামনে গিয়ে যাঁরা সেই কৌটো ঝাঁকাতে শুরু করলেন, তাঁরা দাতা আর গ্রহীতার মধ্যে মিডলম্যান হয়ে উঠলেন। তাঁরাই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাণভাসি মানুষগুলোর কাছে ত্রাণ পৌছনোর দায়িত্বটা নিলেন। তখন থেকেই সমাজকল্যাণের ভাবনাটা প্যাশন থেকে পেশা হয়ে উঠল। রিলিফ সেন্টার, বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ তহবিল তৈরি হতে থাকল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাদের পারফরকম্যান্স বিদেশি রেড ক্রশ বা একাধিক পরিচিত ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ওই 'ত্রাণকর্মী'রা বিপন্ন মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, শুকনো খাবার পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন।

তখনও অবশ্য ওই 'দান' কথাটির সঙ্গে 'অনু' যুক্ত হয়নি। ত্রাণ সংগ্রহকারী ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠতে শুরু করেনি। তবে ক্রমশ 'দান' তার খোলস বদলে 'ত্রাণ' থেকে অনুকম্পা মিশিয়ে 'অনুদান' হয়ে উঠল। এই বিবর্তনের পর্বেই তার মধ্যে চোরাপথে অবিশ্বাস, অসাধুতার প্রবেশ ঘটল। এই 'অনুদান' নিয়ে তৈরি হল দড়ি টানাটানি। কে কত দেবে আর কত পাবে তার মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যেতে লাগল। এই টাগ অফ ওয়ার রাজনীতি মাঠে দিব্যি জমে উঠল। এর মধ্যে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বানভাসি দুর্গত মানুষের কাছে পৌছতে চাইলেন, তাদের তখন উভয় সংকট। একে তো তাঁরা যখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করতে বেরোচ্ছেন তখন খানিকটা সন্দেহ, অবিশ্বাসের ঘোলাটে চাহনির আতসকাচের নীচে দাঁড়াতে হচ্ছে। নানান জেরার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দানের জন্য দরাজ হস্তও যে সবসময় মিলছে, তা নয়। এরপর আবার যখন বহু কষ্টে বানভাসি মানুষের কাছে সাহায্যের উপকরণ পৌছে দেওয়ার জন্য পৌছচ্ছেন, তখন তাঁদের সামনে পড়ছে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের চেকপোস্ট। দুর্গত মানুষের কাছে সরাসরি পৌছনোর কোনও উপায়ই থাকছে না।

সম্প্রতি এমনই একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন হিন্দমোটর ফোকাস নামে একটি এনজিও সংস্থার সদস্যরা। সংস্থার প্রাণপুরুষ অরিন্দম সাহা সরদারের নেতৃত্বে সঞ্জয় দাস, সৌরভ কুণ্ডু, বিয়াস মজুমদার, রিয়া ঘোষ, রাহুল মজুমদার, চন্দ্রেশ্বর চৌধুরী প্রমুখ সদস্যরা গিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের ইয়াস বিধ্বস্ত চাঁদপুর ও জামরা অঞ্চলে। তাঁদের মেসেজ ছিল, 'ইয়াস যাঁদের সব কেড়েছে, আমরা তাঁদের বন্ধু'। তাঁদের সঙ্গে ছিল বেশ কিছু প্লাস্টিকের মাদুর, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি। সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি অঞ্চলে থাকা মানুষগুলোর তখন হা-অন্ন অবস্থা। জলের তোড়ে বাসস্থান ভেঙে গিয়েছে। মুখে দেওয়ার খাওয়ার নেই। নেই পর্যাপ্ত পরণের পোশাক আসাক। কিন্তু ওই মানুষগুলোর কাছে পৌছনোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা। স্থানীয় প্রশাসনিক তকমার জোরে তাদের হাত ছাড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের আনা এই 'দান' যে সরাসরি পৌছনো যাবে না ওই বিপন্ন মানুষদের কাছে। কারণ প্রশাসনের এক কোপে ওই 'দান' তখন হয়ে গিয়েছে 'অনুদান'। ফলে তালিকা মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে সেই দানের কতটুকু কে পাবে। তা নিয়ে তখন তুমুল হই হট্টগোল শুরু হয়ে গিয়েছে ইয়াস বিপন্নদের মধ্যে। মধ্যবর্তী মানুষদের বাধা পেরিয়ে বাঁধভাঙা নিরাশ্রয়, নিরন্ন মানুষের কাছে পৌছনোই গেল না। কিছু ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করাই হল না। একরকম বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হল ওই হিন্দমোটর ফোকাস সংস্থার সদস্যদের।

প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে আরও অনেক সংস্থার। মানে 'ত্রাণ' দিতে গিয়ে 'পরিত্রাণ' পাবার পথ দেখছেন না তাঁরা। ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে ত্রাসের শিকার হতে হচ্ছে। 'জীবন জীবনের জন্য' এই মর্মবাণীর টানে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দেখছেন, মানুষ 'মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে' ফেলেছে। আর তাই তো সমাজকল্যাণের কাজ এখন আর প্যাশন নয়, বরং 'সমাজকর্মী' নামে একটা প্রোফেশন হয়ে উঠেছে। যেখানে ওয়ার্ডওয়ার্থের The quality of mercy is not strain'd বলা যাবে না।

কালের ধারায় মানবিকতার অভিধানে দান-অনুদান, ত্রাণ-পরিত্রাণ ইত্যাদি ভাষা বদলে বদলে যায়, শুধু ফি-বছর বন্যায় মানুষগুলোর ভাসা বদলায় না।

২১ জুন ২০২১

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩২৩

২৪ মে, সোমবার ২০২১

বঙ্গদর্পণ

# নজরুল জন্মদিনে জীবনস্মৃতি'র নিবেদন

বাংলা ক্যালেন্ডারে পঁচিশে বৈশাখের মতো আরও একটি স্মরণীয় দিন হল এগারোই জ্যৈষ্ঠ। ইংরেজি ক্যালেন্ডারকে দূরে সরিয়ে রেখে, শুধুমাত্র বাংলা বর্ষপঞ্জী মেনেই, বাঙালি যে দুজন বাঙালি মনীষীর জন্মদিন পালন করে থাকে তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন নজরুল।

আগামী ১১ জ্যৈষ্ঠ ইংরেজির ২৬ মে, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এই উপলক্ষে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আকইভ অনলাইনে অর্থাৎ সংস্থার ফেসবুক পেজে প্রকাশ হতে চলেছে বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪২৮। যা হয়তো জ্যৈষ্ঠের এই স্মরণীয় দিনটির একটি মহালগ্নের অক্ষরছাপ আমাদের স্মৃতির ক্যানভাসে। ক্যালেন্ডারটি প্রকাশ করবেন ঢাকার নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ইকরাম আহমেদ। ক্যালেন্ডারের সঙ্গে আগামী ২৬ মে একটি পিডিএফ পুস্তিকাও প্রকাশ করা হবে নজরুল ইসলামকে স্মরণে রেখে। যা হল করুণাময় গোস্বামীর সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ। যার শিরোনাম হল 'গায়ক কি ইচ্ছেমতো নজরুলগীতি গাইবেন'। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জীবনস্মৃতি আর্কাইভের প্রাণপুরুষ অরিন্দম সাহা সরদার। এই সাক্ষাৎকার পুস্তিকা প্রকাশ করবেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা এবং প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী। সাক্ষাৎকার পুস্তিকাটিতে নজরুলের গান তার গায়কী এবং গায়কের শৈলী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা রয়েছে।

করুণাময় গোস্বামীর কথায়, নজরুলের গানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে আধুনিক গান। আরেকটা আধুনিক গান নয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ধ্রুপদস খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, ভজন, গজল ইত্যাদি। আধুনিকের মধ্যেও আবার রয়েছে প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধ। আধুনিক গানের যে সুর তা রেকর্ডে যেমন আছে, তেমনই থাকবে। আধুনিক শ্রেণির

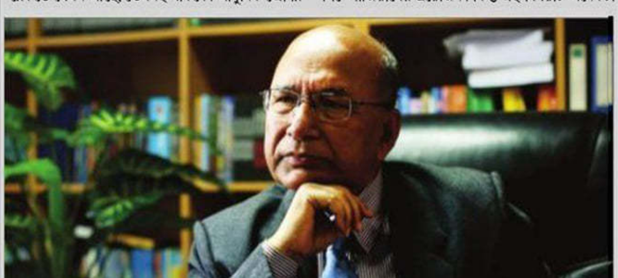

রচনাগুলোয় কোনও যোগ বিয়োগের সুযোগ নেই। কিন্তু ক্লাসিকাল, সেমি ক্লাসিকাল ইত্যাদি যেগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে গায়ক তাঁর শক্তিমতো কবিতার ভার বইবার যে শক্তি, সেটাকে মিলিয়ে নিয়ে তাঁরা সুর বিস্তার করে গানকে সালংকার করতে পারেন।

করুণাময়বাবুর মতে নজরুলের গান যিনি করবেন, তাঁকে নজরুলের সাহিত্য বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বুঝতে হবে। বাংলা সাহিত্য বুঝতে হবে। পৃথিবীর সাহিত্য বুঝতে হবে। আমার গলা ভালো, ভালো গাই, তা দিয়ে ভালো গান গাওয়া যাবে না।

বিশ্বভারতীর মতো নিয়ন্ত্রণ বোর্ড রবীন্দ্রসঙ্গীতের

ব্যাকরণনিষ্ঠতা নজরুলগীতির ক্ষেত্রে নেই। অন্যদিকে নজরুলের গায়কী নিয়ে এই অত্যন্ত মূল্যবান কথাগুলি শ্রোতাদের মর্মে পৌঁছনোর জন্য আলাপ আলোচনা সিম্পোজিয়ামের প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয়টি অনেকটা উপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে এই করোনাকালে তো এইসব আলোচনার কথা ভাবাও যায় না।

সেই অভাবপূরণে দায়বদ্ধতার একটা নজির রাখল জীবনস্মৃতি আকইভ। তাদের প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকার পুস্তিকা নজরুলের গায়কীর একটা সংশোধনী হয়ে উঠতে পারে।

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান
২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩১৬
১৭ মে, সোমবার ২০২১

বঙ্গদর্পণ

# ক্যালেন্ডারের পাতায় মৃণাল সেন স্মরণ

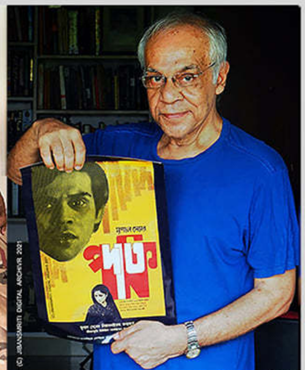


চোদ্দই মে তারিখটাতেই খ্যাতনামা পরিচালক মৃণাল সেন প্রাক শতবর্ষে পা রাখলেন। আবার এই বছরটাই তাঁর পরিচালিত বিখ্যাত ছবি 'কলকাতা ৭১' -এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। সাল-তারিখ হিসেবে এই পঞ্চাশ ও প্রায় একশোর হিসেবের মধ্যে একটা অঙ্ক লুকিয়ে আছে। মৃণাল সেনের জীবনের এই দু'টো সংখ্যাকেই যোগ আর যোগ করে এবছর তাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি' আর্কাইভ। তবে যোগ আর যোগে কখনও কখনও যে বিয়োগও হয়ে যায়! যেমন এই সন্ধিক্ষণে সশরীরে পৌঁছনোর আগেই ২০১৮ সালে মৃণাল সেন চিরবিদায় নিয়েছেন। তবে কৃতী মানুষের চলে গেলেও রয়ে যায় তাঁদের কীর্তি। দৃষ্টির অগোচর হলেও থেকে যায় তাঁদের সৃষ্টি।

গত চোদ্দ মে, মৃণাল সেনের নিরানব্বইতম জন্মবর্ষ উপলক্ষে 'জীবনস্মৃতি' আর্কাইভ প্রকাশ করল বাংলা ১৪২৮ সালের একটি ক্যালেন্ডার এবং একটি পোস্টারের প্রতিলিপি। ক্যালেন্ডারের বিষয় নিরানব্বই মৃণাল সেন এবং পঞ্চাশ কলকাতা ৭১। ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ছিল মৃণাল সেনের একটি অপ্রকাশিত সাদা-কালো আলোকচিত্র। এই দুষ্প্রাপ্য ছবিটি ২০১৪ সালে মৃণাল সেনকে নিয়ে নৃপেন গাঙ্গুলি পরিচালিত তথ্যচিত্রের শ্যুটিং পর্বে তুলেছিলেন অরিন্দম সাহা সরদার। এছাড়া থাকছে 'কলকাতা ৭১' -এর চলচ্চিত্র পুস্তিকা-প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। আর মৃণাল সেনের 'পদাতিক' চলচ্চিত্রের পোস্টারের প্রতিলিপি। ক্যালেন্ডারটি প্রকাশ করেন মৃণাল সেনের পুত্র কুণাল সেন এবং নিশা রুপারেল সেন। পোস্টারটি প্রকাশ করেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন দময়ন্তী মুখোপাধ্যায়। সমগ্র উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও রূপায়নে জীবনস্মৃতি'র প্রাণপুরুষ অরিন্দম সাহা সরদার।

এই মুহূর্তে অরিন্দম সাহা সরদারের পরিকল্পনা উত্তরপাড়ায় তাঁদের আর্কাইভের নতুন ফ্ল্যাটে মৃণাল সেনের সংগ্রহ দিয়ে 'মৃণাল মঞ্জুষা' শিরোনামে মিউজিয়াম গড়ে তোলা। এই অতিমারীর মধ্যেও সেই কাজ চলছে পুরোদমে। আগামী বছর মৃণাল সেনের জন্ম শতবর্ষের সূচনা উপলক্ষে এই মিউজিয়াম উদ্বোধনের শুভ উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যেই অনলাইন পরিষেবার (সময় প্রতিদিন রাত আটটা থেকে এগারোটা) মাধ্যমে গবেষকদের জন্য এই বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত হচ্ছে একটি তথ্যচিত্র। যার শিরোনাম 'আমি মৃণাল সেনকে দেখিনি'। মৃণাল সেনকে দেখা, তাঁর সঙ্গে কাজ করা একাধিক মানুষের সাক্ষাৎকারে সমৃদ্ধ হবে তথ্যচিত্রটি। চলছে তারও নির্মাণ কাজ।

'জীবনস্মৃতি'র উদ্যোগে মৃণাল সেনের জীবন, দর্শন ও চলচ্চিত্র বিষয়ক ডিজিটাল আর্কাইভ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে চার বছর আগে থেকেই। মৃণাল সেনের প্রয়াণের

পরে তাঁর পুত্র কুণাল সেন 'জীবনস্মৃতি'কে দান করেছেন মৃণাল সেনের সংগ্রহের ফিল্ম, শিল্প, রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর ইংরেজি ও বাংলায় লেখা চারশো পঁচিশটি বই, পত্র-পত্রিকা এবং তাঁর ব্যবহারের একটি কাঠের বুক সেলফ। এছাড়া মৃণাল সেনের বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রায় আড়াইশোটি শ্যুটিং স্টিল, 'একদিন আচানক' চলচ্চিত্রের সেটে ব্যবহৃত ঘোড়ার মূল চিত্র, তাঁর ব্যবহারের কলম, চশমা, পাইপ, পাজামা, পাঞ্জাবি, জহর কোট ও টুপি। ২০১১ সাল থেকে পরপর তিনবার জীবনস্মৃতি'র অবেক্ষক (কিউরেটর) অরিন্দম সাহা সরদারের নেওয়া প্রায় তিন ঘন্টার অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার এবং মৃণাল সেনের নানান মেজাজের চলমান ও স্থিরচিত্র রয়েছে সংগ্রহে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সোমেশ্বর ভৌমিক গত বছর জীবনস্মৃতিকে দান করেছেন ১৯৮৭ সালে তাঁর নেওয়া মৃণাল সেনের আড়াই ঘন্টার সাক্ষাৎকার।

বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকা, বই, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মৃণাল সেনের সাক্ষাৎকার এবং তাঁর চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে মৃণাল সেনের নিজের এবং অন্যান্য লেখকদের লেখাও থাকছে আর্কাইভে। মৃণাল সেন পরিচালিত বিভিন্ন কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্র, টেলিভিশন ধারাবাহিকের ডিজিটাল কপি, তাঁর লেখা বইয়ের প্রথম সংস্করণ, নানান পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর লেখা প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিত্রনাট্য সংগ্রহ ইত্যাদির ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরির কাজ চলছে। ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে মৃণাল সেনের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, তাঁর পরিচালিত নাটক ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও কলাকুশলীদের সাক্ষাৎকার। প্রস্তুত করা হচ্ছে আলোকচিত্র ও নানা নথিপত্র, নিউজ পেপার কাটিং, চলচ্চিত্র পুস্তিকা ইত্যাদির ডিজিটাল স্ক্যান কপি এবং তথ্য তালিকা। এসব দিয়েই 'মৃণাল মঞ্জুষা'র ভাণ্ডার ভরে উঠবে।

৪ দৈনিক স্টেটসম্যান সোমবার ১০ মে ২০২১ , কলকাতা

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান

২৬ বৈশাখ ১৪২৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩০৯

১০ মে, সোমবার ২০২১

বঙ্গদর্পণ

# রবীন্দ্র শিক্ষা-চিন্তার জীবনীকার উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার পুস্তিকা

উমা দাশগুপ্ত গৃহীত সাক্ষাৎকারের একটি খাতার প্রচ্ছদ

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস চর্চার এক নিমগ্ন গবেষক উমা দাশগুপ্ত। গবেষণার সূত্রে তিনি বহু মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।

সেইসব সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খনন করা হয়েছে বহু চাপা পড়ে থাকা ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সেসব অক্ষরমালা তো আবছা হয়ে যায় কালের স্রোতধারায়। তাই সেসব খুঁজে পাওয়া ইতিহাসের অস্পষ্ট অক্ষরকে পুনরায় জলছাপে ফুটিয়ে তোলার কাজটি বেছে নিয়েছে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ অরিন্দম সাহা সরদার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন রবীন্দ্র গবেষক উমা দাশগুপ্তের। গতকাল রবিবার, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ -এর উদ্যোগে ইতিহাসবিদ ও রবীন্দ্র গবেষক উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার পুস্তিকা:(১) -এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। পি ডি এফ পুস্তিকার প্রকাশ করলেন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছড়া পাঠে ছিল দেবত্রী ও রূপকথা। এই পুস্তিকাটি আসলে রবীন্দ্রবীক্ষার এক সাক্ষাৎকারকের সাক্ষাৎকার। যার সূত্র ধরে ইতিহাসের পরম্পরা গতি পেল, বলা যায়। বৃষ্টিভেজা বড় গাছের উঁচু পাতা থেকে যেমন জল গড়িয়ে পড়ে নীচের দিকের পাতায়, ঠিক তেমনই।

উমা দাশগুপ্ত শুধু সাক্ষাৎকারই দেননি, জীবনস্মৃতি'র সংগ্রহের জন্য। তিনি দান করেছেন তাঁর শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিষয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, রবীন্দ্র স্নেহধন্য বহু ব্যক্তির দেওয়া সাক্ষাৎকার সমৃদ্ধ খাতা ও চিঠি। এছাড়া দিয়েছেন বই ও গবেষণা সংক্রান্ত লেখার চিরকুট। এই উপলক্ষে তাঁর সব খাতা ও চিঠির প্রায় দু' হাজার পৃষ্ঠার ডিজিটাল কপি প্রস্তুত করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে ডিজিটাল ক্যাটেলগ। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় নোট নেওয়ার পদ্ধতি, কারও কথার 'ইন বিটুইন দ্য লাইনস' খুঁজে বের করার প্রয়াসটি শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

উমা দাশগুপ্তের খাতাগুলির মধ্যে যাঁদের সাক্ষাৎকার রয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন এস গোপাল রেড্ডি, কে সি পিল্লাই, জয়ন্তীলাল পারেখ, হাশিম আমির আলি, কৃষ্ণ কৃপাললী, রাণী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, ননীবালা দেবী, বিনোদিনী দেবী, শান্তিদেব ঘোষ, পুলিনবিহারী সেন, ইন্দিরা গান্ধি, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ।

তারই কিছু দুই একটি নমুনা শোনা যাক। ইন্দিরা গান্ধির সাক্ষাৎকারে আমি (উমা দাশগুপ্ত) জিজ্ঞেস করেছিলাম শান্তিনিকেতনের রাজনৈতিক পরিবেশের কথা। শান্তিনিকেতনে কি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কোনো আভাস ছিল?

উত্তরে ইন্দিরা গান্ধি বলছেন, '...অবশ্যই ছিল। গুরুদেব খুবই চিন্তিত ছিলেন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। খুব খোঁজ রাখতেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চালচলনে, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনাও করতেন ...।'

১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ ইন্দিরা গান্ধি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। উমা দাশগুপ্ত ইন্দিরার এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ১৯৮২ সালে। আবার মণিপুরের রাজকুমারী বিনোদিনী দেবী শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন ১৯৪৫-৪৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৮৬ সালে বিনোদিনী দেবীর সাক্ষাৎকার থেকে উমা দাশগুপ্ত খুঁজে পেয়েছিলেন ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কিছু মূল্যবান কথা।

যেমন বিনোদিনী দেবী বলছেন, '...শান্তিনিকেতনেই আমি প্রথম মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখেছিলাম। রাজবংশের কন্যা হয়ে কখনও মনে হয়নি মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য কী...।'

প্রেসিডেন্সির ছাত্রী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উমা দাশগুপ্তের অক্সফোর্ডে গবেষণার বিষয় ছিল উনিশ শতকের ভারত ও ব্রিটেন। উমা দাশগুপ্ত অধ্যাপনা করেছেন যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া হার্ভার্ড এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলব্রাইট পোস্ট ডক্টরাল ফেলো নিযুক্ত হয়েছিলেন আশির দশকের গোড়ায়। সত্তরের দশকের রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেই গবেষণার ফসল বিভিন্ন গ্রন্থ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত উমা দাশগুপ্তের লেখা বই 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর: মাই লাইফ ইন মাই ওয়ার্ডস' জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এহেন বিদগ্ধ উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার আসলে পুরনো সিন্দুকে রাখা মূল্যবান মণিমাণিক্যকে একটু নেড়েচেড়ে দেখা। তার গায়ে লেগে থাকা সময়ের মরচে পরিষ্কার করা। গুমোট ইতিহাসের সোঁদা গন্ধে শ্বাস নেওয়া। সেই কাজটিই করেছেন জীবনস্মৃতির অরিন্দম সাহা সরদার, তাঁর উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার পুস্তিকা:(১) -এর মাধ্যমে। রবীন্দ্র জন্মদিনে এ যেন তাঁরই লাগানো চন্দন বৃক্ষের কাঠে চন্দন বেটে তাঁরই কপালে ফোঁটা দেওয়া।

৪ দৈনিক স্টেটসম্যান সোমবার ৩ মে ২০২১ • কলকাতা

DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান

১৯ বৈশাখ ১৪২৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩০২

# জীবনস্মৃতি'র সংগ্রহে রাজা সেন

উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি' আর্কাইভে সংরক্ষণের তালিকায় যুক্ত হল বর্ষীয়ান পরিচালক রাজা সেনের জীবনের সৃজনের অধিকাংশ সংগ্রহ। সংস্থার কর্ণধার

অরিন্দম সাহা সরদার জীবনস্মৃতি'র সংগ্রহশালাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশে নয়, অ্যাকাডেমিক উদ্দেশে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই কারণেই জীবনস্মৃতি'কেই তাঁর সারা জীবনের কাজের নথিগুলি সংরক্ষণের জন্য দিতে আগ্রহী হলেন রাজা সেন।

রাজা সেনের পরিচালিত একাধিক তথ্যচিত্র, টেলিফিল্ম, সিরিয়াল, দূরদর্শনে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নেওয়া বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, বেটা ক্যাসেট, ডিভি ক্যাম, ভিএইচএস, মিনি ক্যাম ইত্যাদি নানান মূল্যবান নথিপত্র এবার জীবনস্মৃতির সংরক্ষণের তালিকায় যুক্ত হল।

এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৯৯৪ সালে শম্ভু মিত্রকে নিয়ে রাজা সেনের তথ্যচিত্র। এছাড়া রয়েছে ৯০ সালে পাঁচ এপিসোডে করা কলকাতা নিয়ে তথ্যচিত্র ইতিহাসের কলকাতা, সুন্দরবন, রসগোল্লা ইত্যাদি নিয়ে তথ্যচিত্র। সব্যসাচী চক্রবর্তী, কুশল চক্রবর্তীর মতো বিশিষ্ট অভিনেতাদের প্রথম দিকের কাজগুলি ছিল রাজা সেনের পরিচালনায়। সংরক্ষণের সূত্র ধরে তাঁদের কাজের নমুনাও ধার থাকছে এই আর্কাইভে। রাজা সেন পরিচালিত হেডমাস্টার, বন্ধ দরজার সামনে, সুন্দর,

অজ্ঞাতবাস, ভাবমূর্তি ইত্যাদি টেলিফিল্ম; সুবর্ণলতা, আরোগ্য নিকেতন, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেশ আমার দেশ ইত্যাদি সিরিয়াল;আত্মীয় স্বজন, চক্রব্যূহ, দেশ, দেবীপক্ষ, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি একাধিক ফিচার ফিল্মের নথি জমা পড়েছে জীবনস্মৃতিতে।

এইসব সংগ্রহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় পরিচালক রাজা সেনের চিত্রনাট্যের সঙ্গে থাকা কনসেপ্ট নোট। যা একজন চলচ্চিত্র গবেষকের কাছে একটা লার্নিং আইটেম হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া রাজা সেনের বিভিন্ন ফিচার ফিল্মের বুকলেট, লবি স্টিল, তথ্যচিত্রের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ইত্যাদিও রাজা সেন দান করেছেন জীবনস্মৃতি আর্কাইভের জন্য।

এর আগেও জীবনস্মৃতির ভাঁড়ারে জমা পড়েছে চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মৃণাল সেন, সরোদিয়া আলাউদ্দিন খাঁয়ের শিষ্য যতীন ভট্টাচার্যের নানান দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন রাজা সেন।

কৃতজ্ঞতা

দৈনিক স্টেটসম্যান

৩ মে ২০২১

আনন্দবাজার পত্রিকা

# কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১

## পঞ্চপ্রয়াস

■ ‘প্লাস্টিক নয় পাট, কাগজ নয় কাপড়’। নতুন বছরে উত্তরপাড়ার ‘জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ’ ও ‘হিন্দমোটর ফোকাস’-এর উদ্যোগ কাপড়ের থলে ‘বিশ্ববন্ধু’, তারই স্লোগান। পরিবেশবান্ধব প্রয়াসের শুরু কবি শঙ্খ ঘোষের হাতে। ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনে প্রকাশিত হল ক্যালেন্ডার, তার ছবিটি ১৯২৬ সালে ‘ম্যাকমিলান এন্ড কোং’-এর ‘টেগোর ক্যালেন্ডার’-এর প্রতিলিপি। ৬ ফেব্রুয়ারি ঋত্বিক ঘটকের প্রয়াণদিনে বেরোল দু’টি ক্যালেন্ডার— একটিতে হিরণ মিত্রের আঁকা ঋত্বিক-প্রতিকৃতি, অন্যটিতে ঋত্বিকের একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র— প্রকাশ করলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। গতকাল বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক সৌমেন্দু রায়ের জন্মদিনে, তাঁরই হাতে প্রকাশিত হল আর একটি ক্যালেন্ডার, তার ছবিতে নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের *মৃণাল সেন* তথ্যচিত্রে সৌমেন্দুবাবু। সত্যজিৎ-জন্মশতবর্ষে সন্দীপ রায় প্রকাশ করবেন আরও একটি ক্যালেন্ডার। সার্বিক ভাবনা ও রূপায়ণে অরিন্দম সাহা সরদার।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা
১৫ মে, শনিবার ২০২১

# দুঃসময়ের সত্যকথক

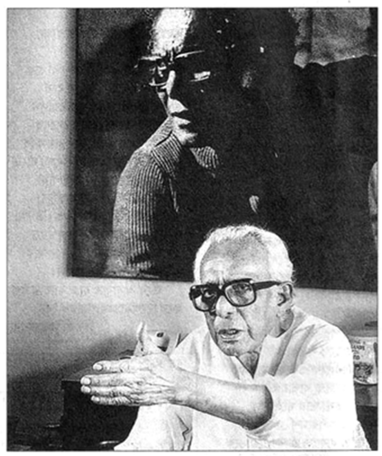

কলকাতার কিন্তু তখন দারুণ দুঃসময়, অথচ আমার বোধ বা উপলব্ধির জন্যে বোধ হয় ওর চেয়ে সুসময় আর আসেনি।” লিখেছিলেন মৃণাল সেন। যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষে মানুষের জীবন ও সত্তা যখন ধ্বস্ত, সেই দুঃসময়ে দেখা-পাওয়া নতুন মানবসত্য— তা যতই ভয়ঙ্কর, অপ্রিয় হোক— ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি একের পর এক ছবিতে। গতকাল ১৪ মে ছিল তাঁর জন্মদিন, সদ্য উদ্‌যাপিত সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন এবং তাঁর জন্মশতবর্ষের আবহ মনে করিয়ে দিচ্ছে, মৃণাল সেনের (১৯২৩-২০১৮) জন্মশতবর্ষও চলে এল বলে। রোগপীড়িত এই দুঃসময়ে তাঁর মতো জীবনশিল্পীর শিল্পবোধ প্রেরণা দেবে।

মৃণাল সেনের জীবন, দর্শন ও চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি ডিজিটাল সংগ্রহালয় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে পাঁচ বছর আগেই, উত্তরপাড়ার ‘জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ’-এর অরিন্দম সাহা সরদারের উদ্যোগে। মৃণাল সেনের প্রয়াণের পর, ২০১৯-এ তাঁর পুত্র কুণাল সেন জীবনস্মৃতি-কে দিয়েছিলেন মৃণাল সেনের সংগ্রহে থাকা ফিল্ম, শিল্প, রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে চারশোরও বেশি বই, পত্রিকা, একটি বুকশেলফও। আরও ছিল মৃণাল সেনের বিভিন্ন ছবির আড়াইশো অমূল্য শুটিং স্টিল, তাঁর ব্যবহৃত কলম, চশমা, পাইপ, পাজামা-পাঞ্জাবি, জহর কোট, টুপিও।

এখানেই শেষ নয়। ২০১২-১৪, পর পর তিন বছরে জীবনস্মৃতি-র তরফে নেওয়া পরিচালকের অডিয়ো ও ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার, নানা সময় ও মেজাজের আলোকচিত্রেও সমৃদ্ধ এই আর্কাইভ। ১৯৮৭ সালে মৃণাল সেনের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সোমেশ্বর ভৌমিক, প্রায় আড়াই ঘণ্টার সেই অডিয়ো-ইন্টারভিউটিও আছে আর্কাইভে। বিভিন্ন বই, খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত মৃণাল সেনের সাক্ষাৎকার, তাঁর চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ও অন্য লেখকদের লেখাও গুছিয়ে রাখা আছে এই সংগ্রহে। জোরকদমে চলছে টিভিতে এবং বহুবিধ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেওয়া মৃণাল সেনের অডিয়ো-ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার, ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে তাঁর পরিচালিত ছবি ও নাটকের অভিনেতা ও কলাকুশলী, আত্মীয়-বন্ধুদের সাক্ষাৎকারও। মৃণাল সেনের লেখা বইয়ের প্রথম সংস্করণ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিত্রনাট্য সংগ্রহ করা, উপযুক্ত নথিপত্র, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র-পুস্তিকা ইত্যাদির ডিজিটাল প্রতিলিপি, তথ্য-তালিকা ও পঞ্জি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে; উত্তরপাড়ায় জীবনস্মৃতি-র একটি ঘরকে ‘মৃণাল-মঞ্জুষা’ নামের মিউজ়িয়ামে সাজিয়ে তোলা, শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরির কাজও।

শতবর্ষ-অভিমুখী জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ প্রকাশ করেছে একটি বাংলা ক্যালেন্ডার, বিষয় ‘নিরানব্বইয়ে মৃণাল সেন, পঞ্চাশে কলকাতা ৭১’। এই ক্যালেন্ডারে থাকছে এ যাবৎ অপ্রকাশিত মৃণাল সেনের একটি সাদা-কালো আলোকচিত্র *(ছবিতে)* ও *কলকাতা ৭১* চলচ্চিত্র-পুস্তিকার প্রচ্ছদের প্রতিলিপি— ছবিটির সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণে। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হল *পদাতিক* ছবির পোস্টারের প্রতিলিপিও। ক্যালেন্ডারটির উদ্বোধনে ছিলেন কুণাল সেন ও নিশা রুপারেল সেন, পোস্টারটি প্রকাশ করলেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্পণ

দৈনিক স্টেটসম্যান

১০ মে ২০২১

# রবীন্দ্র শিক্ষা-চিন্তার জীবনীকার উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার পুস্তিকা

উমা দাশগুপ্ত গৃহীত সাক্ষাৎকারের একটি খাতার প্রচ্ছদ

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস চর্চার এক নিমগ্ন গবেষক উমা দাশগুপ্ত। গবেষণার সূত্রে তিনি বহু মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।

সেইসব সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খনন করা হয়েছে বহু চাপা পড়ে থাকা ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সেসব অক্ষরমালা তো আবছা হয়ে যায় কালের স্রোতধারায়। তাই সেসব খুঁজে পাওয়া ইতিহাসের অস্পষ্ট অক্ষরকে পুনরায় জলছাপে ফুটিয়ে তোলার কাজটি বেছে নিয়েছে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভ। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ অরিন্দম সাহা সরদার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন রবীন্দ্র গবেষক উমা দাশগুপ্তের। গতকাল রবিবার, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ -এর উদ্যোগে ইতিহাসবিদ ও রবীন্দ্র গবেষক উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার পুস্তিকা:(১) -এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। পি ডি এফ পুস্তিকার প্রকাশ করলেন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছড়া পাঠে ছিল দেবশ্রী ও রূপকথা। এই পুস্তিকাটি আসলে রবীন্দ্রবীক্ষার এক সাক্ষাৎকারকের সাক্ষাৎকার। যার সূত্র ধরে ইতিহাসের পরম্পরা গতি পেল, বলা যায়। বৃষ্টিভেজা বড় গাছের উঁচু পাতা থেকে যেমন জল গড়িয়ে পড়ে নীচের দিকের পাতায়, ঠিক তেমনই।

উমা দাশগুপ্ত শুধু সাক্ষাৎকারই দেননি, জীবনস্মৃতি'র সংগ্রহের জন্য। তিনি দান করেছেন তাঁর শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিষয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, রবীন্দ্র স্নেহধন্য বহু ব্যক্তির দেওয়া সাক্ষাৎকার সমৃদ্ধ খাতা ও চিঠি। এছাড়া দিয়েছেন বই ও গবেষণা সংক্রান্ত লেখার চিরকুট। এই উপলক্ষে তাঁর সব খাতা ও চিঠির প্রায় দু' হাজার পৃষ্ঠার ডিজিটাল কপি প্রস্তুত করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে ডিজিটাল ক্যাটেলগ। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় নোট নেওয়ার পদ্ধতি, কারও কথার 'ইন বিটুইন দ্য লাইনস' খুঁজে বের করার প্রয়াসটি শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

উমা দাশগুপ্তের খাতাগুলির মধ্যে যাঁদের সাক্ষাৎকার রয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন এস গোপাল রেড্ডি, কে সি পিল্লাই, জয়ন্তীলাল পারেখ, হাশিম আমির আলি, কৃষ্ণ কৃপালনী, রাণী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, ননীবালা দেবী, বিনোদিনী দেবী, শান্তিদেব ঘোষ, পুলিনবিহারী সেন, ইন্দিরা গান্ধি, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ।

তারই কিছু দুই একটি নমুনা শোনা যাক। ইন্দিরা গান্ধির সাক্ষাৎকারে আমি (উমা দাশগুপ্ত) জিজ্ঞেস করেছিলাম শান্তিনিকেতনের রাজনৈতিক পরিবেশের কথা। শান্তিনিকেতনে কি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কোনো আভাস ছিল?

উত্তরে ইন্দিরা গান্ধি বলছেন, '...অবশ্যই ছিল। গুরুদেব খুবই চিন্তিত ছিলেন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। খুব খোঁজ রাখতেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চালচলনে, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনাও করতেন ...।'

১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ ইন্দিরা গান্ধি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। উমা দাশগুপ্ত ইন্দিরার এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ১৯৮২ সালে। আবার মণিপুরের রাজকুমারী বিনোদিনী দেবী শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন ১৯৪৫-৪৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৮৬ সালে বিনোদিনী দেবীর সাক্ষাৎকার থেকে উমা দাশগুপ্ত খুঁজে পেয়েছিলেন ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কিছু মূল্যবান কথা।

যেমন বিনোদিনী দেবী বলছেন, '...শান্তিনিকেতনেই আমি প্রথম মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখেছিলাম। রাজবংশের কন্যা হয়ে কখনও মনে হয়নি মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য কী...।'

প্রেসিডেন্সির ছাত্রী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উমা দাশগুপ্তের অক্সফোর্ডে গবেষণার বিষয় ছিল উনিশ শতকের ভারত ও ব্রিটেন। উমা দাশগুপ্ত অধ্যাপনা করেছেন যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া হার্ভার্ড এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলব্রাইট পোস্ট ডক্টরাল ফেলো নিযুক্ত হয়েছিলেন আশির দশকের গোড়ায়। সত্তরের দশকের রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সেই গবেষণার ফসল বিভিন্ন গ্রন্থ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত উমা দাশগুপ্তের লেখা বই 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর: মাই লাইফ ইন মাই ওয়ার্ডস' জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এহেন বিদগ্ধ উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার আসলে পুরনো সিন্দুকে রাখা মূল্যবান মণিমাণিক্যকে একটু নেড়েচেড়ে দেখা। তার গায়ে লেগে থাকা সময়ের মরচে পরিষ্কার করা। গুমোট ইতিহাসের সোঁদা গন্ধে শ্বাস নেওয়া। সেই কাজটিই করেছেন জীবনস্মৃতির অরিন্দম সাহা সরদার, তাঁর উমা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার পুস্তিকা:(১) -এর মাধ্যমে। রবীন্দ্র জন্মদিনে এ যেন তাঁরই লাগানো চন্দন বৃক্ষের কাঠে চন্দন বেটে তাঁরই কপালে ফোঁটা দেওয়া।